দৈনিক ইনকিলাব

14 JUL 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

(৪৮

শিক্ষাঙ্গন

জগন্নাথ কলেজে শিক্ষার পরিবেশ

দেশের মহাবিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বর্তমানে সন্ত্রাসের বা নৈরাজ্যের যে ধারা অব্যাহত রয়েছে তা সত্যি দুর্ভাগ্য বা পরিতাপের বিষয়। দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোতে কি ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হচ্ছে—এ বিষয়ে কাউকে নতুনভাবে কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না। দীর্ঘ ন'বছর দেশের ছাত্র-জনতা, আপামর গণতন্ত্রকামী জনগণ স্বৈরাচার হটাতে যে পরিমাণ রক্ত দিয়েছে তা-ও বলার অবকাশ নেই।

দেশের দামাল ও দুর্দান্ত ছেলেরা বুকের রক্ত দিয়ে স্বৈরাচার হটিয়ে যে গণতন্ত্র তথা জনতার জয় এনে দিয়েছে, আজ তা কিছুসংখ্যক লোক নস্যাত করার প্রচেষ্টায় মেতে উঠেছে। সম্প্রতি সরকারী জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যা ঘটে গেল। তাকে রীতিমত শিক্ষার লড়াই বলা চলে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, সেদিন ছিল লেট ফীসহ বিএ পাস বা সাবসিডিয়ারী পরীক্ষার ফর্ম পূরণের এবং বেতন প্রদানের একটি দিন। তাই অনেককে বাধ্য হয়ে ফর্ম পূরণ বা বেতন পরিশোধ না করে চলে যেতে হয়েছে। হয়তো, অনেক সন্ত্রাসীদের কারণে বেতন দিতে না পেরে বা ফর্ম পূরণ না করাতে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না। সুতরাং সেশন জটের দেশে পরীক্ষায় অংশ না নিতে পারা এটা যে কত বড় খেসারত একমাত্র ভুক্তভোগীরাই বলতে পারবে।

বর্তমান সরকার তথা, বর্তমান সংসদের কাছে আমাদের আবেদন সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিন। তাহলে, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ২৮ হাজার শিক্ষার্থীর অভিভাবকও আপনাদের পদক্ষেপকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করবে। আর যদি কেউ এ ধরনের পরিস্থিতির কারণে পরীক্ষায় অংশ নিতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাদের বিষয়েও ব্যবস্থা নিতে হবে। জগন্নাথ কলেজে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসুক এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

—আহমদ আলী

29